স্বৈরাচার ঠেকাতে, পরিবর্তনের পক্ষে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর কাছে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকলে যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়, তা হলো তিনি একাধারে সংসদ নেতা হয়ে যান, মন্ত্রিসভার নেতা হন, সরকারপ্রধান হন, রাষ্ট্রপতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেন, এমনকি বিচার বিভাগের ওপরও প্রভাব খাটান। ফলে বিচার বিভাগও তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এর কারণে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আইন পাস করা যায় না, কোনো অর্থবিল পাস করা যায় না, কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এছাড়াও তাঁর আদেশের বাইরে গিয়ে পুলিশ প্রশাসন কাজ করে না, নির্বাচন কমিশন কাজ করে না, দুদকও কাজ করতে পারে না।

যেহেতু আমাদের দেশের ক্ষমতার ভারসাম্য দরকার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা দরকার, এজন্য আমরা একটি জাতীয় মুক্তির পথ বের করেছি।

তিনি আরও বলেন, এই মুক্তির পথের মধ্যে যা রয়েছে তা হলো ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কিছুটা কমিয়ে বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া, সংসদকে স্বাধীনভাবে কাজ করার একটি পথ তৈরি করা। নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, আইন কমিশন ইত্যাদি যে কমিশনগুলো আছে, সেগুলোতে সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা করা, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো সক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে।

বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আয়োজনে আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় মেহেরপুর সদর উপজেলার খড়ের মাঠ আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টারের উদ্বোধনী মতবিনিময় সভায় এ সকল কথা বলেন তিনি।

তিরি আরো বলেন, আমাদের সরকারের সবচেয়ে বড় দুইটি সমস্যা হলো আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল। রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদের বিপরীতে তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারে না, ফলে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ইচ্ছাকেই বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হয়। আরেকটি বড় সমস্যা হলো আমাদের প্রশাসন এত বেশি স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন যে, আমরা যদি বিচার বিভাগ ও সংসদকে আলাদা করতে না পারি, তাহলে

ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর পিএস যেকোনো মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা সচিবের থেকেও বড় হয়ে যায়।

এই কুফলগুলো আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। বাংলাদেশকে এই কুফলগুলো থেকে মুক্ত করতে হলে সংস্কারের পক্ষে আমাদের ‘হ্যাঁ’ বলতে হবে। আমরা যে ক্ষমতার কেন্দ্রভূতকরণ দেখেছি, তার ফলাফল হিসেবে প্রধানমন্ত্রী যেই হন, তিনিই স্বৈরাচার হয়ে যান। এই ৫৪ বছরে আমরা একাধিক স্বৈরাচার দেখেছি।

ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী যেন আবারও স্বৈরাচার হয়ে উঠতে না পারে, সে জন্য আমাদের এগিয়ে এসে পরিবর্তনের পক্ষে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে।

মতবিনিময় সভার আগে আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টারে ফলক উন্মোচন করা হয়।

পরে বেলুন উড্ডয়ন, বৃক্ষরোপণ, স্পেসালাইজড আইসিটি ট্রেনিং ফর কলেজ টিচার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (প্রশাসন ও কারিগরি) (যুগ্ম সচিব) সদস্য মোহাম্মদ সাইফুল হাসানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) মনির হায়দার, মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন, জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির ও পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

সাফল্য এবং ব্যর্থতা দুটিই জীবনের লক্ষ্য অর্জনের মাপকাঠি নয়

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) ও সাংবাদিক মনির হায়দার বলেন, সাফল্য এবং ব্যর্থতা এ দু’টিই জীবনের লক্ষ্য অর্জনের মাপকাঠি নয়। অবশ্যই সফল হতে হবে তোমরা পড়তে এসেছ, বড় কিছু হবে,

সরকারি চাকরি করবে, বড় জায়গায় যাবে, বড় ব্যবসায়ী হবে কিংবা বড় নেতা হবে এই লক্ষ্য তো থাকতেই হবে। কিন্তু এটাই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য তাহলে কী? জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো সার্থকতা। সাফল্যের পাশাপাশি জীবনটাকে সার্থক হতে হবে, জন্মকে সার্থক করতে হবে। আর সার্থকতার অর্থ কবি কামিনী রায়ের দুই লাইনে “সকলের তরে সকলে মোরা, প্রত্যেকে মোরে পরের তরে।” তোমার জীবন যদি শুধু তোমার জন্যই হয়, তবে সে জীবন সার্থক নয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার রঙিন সাজ, আনন্দ উল্লাস আর মধুর আবহে অনুষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী মেহেরপুর সরকারি কলেজের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির নবীনবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্য এসকল কথা বলেন তিনি।

নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মনির হায়দার বলেন, নতুন পথচলা শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়, মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠারও পথ দেখায় কলেজ জীবন। স্বপ্ন বড় হবে, পথ চলা হোক আলোকিত। আমরা সকলেই সফল হতে চাই, তোমরাও সফল হওয়ার জন্যই এই লেখাপড়ার পথ বেছে নিয়েছ এবং এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে এসেছ। তোমরা তো জীবন মাত্র শুরু করেছ লেখাপড়া করবে, পেশাগত জীবনে ঢুকবে, অনেক কষ্ট করে অনেক কিছু অর্জন করবে, সফল হবে তারপর একদিন জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাবে।

কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এ কে এম নজরুল কবীরের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক খেজমত আলী মালিথ্যা।

অতিথিরা নতুন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন, শৃঙ্খলা ও মানবিক মূল্যবোধে বড় হয়ে ওঠার আহ্বান জানান। এছাড়া কো-কারিকোলাম অ্যাক্টিভিটিস, সামাজিক কার্যক্রমসহ মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কলেজকে বিশ্বের বুকে তুলে ধরার পাশাপাশি একটি মানবিক সমাজ গঠন করার আহ্বান জানান।

নবীনদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন একাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্র বিধান শেখ এবং দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র উলফাতুন নেছা পূর্ণিমা।

অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মুহূর্ত ছিল ফুল ছিটিয়ে নবীনদের বরণ করে নেওয়া। প্রবীণ শিক্ষার্থীরা হাতে রঙিন পাপড়ি ছিটিয়ে নবীনদের স্বাগত জানালে ক্যাম্পাসজুড়ে তৈরি হয় উৎসবমুখর এক আবহ।

পরে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান, নৃত্য, কবিতা আর নাট্য পরিবেশনায় মাতিয়ে রাখেন কলেজের শিক্ষার্থীরা।

মেহেরপুর জেলার ছেলের সেরা অর্জন, প্রধান উপদেষ্টার কাছে পেলেন পুরস্কার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের কৃতি সন্তান সাংবাদিক ইয়াসির আরাফাত আবারও বাংলাদেশের সেরা সাংবাদিক নির্বাচিত হয়েছেন।

মহান মে দিবসে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর কাছ থেকে সেরা পুরস্কার অর্জন করলেন তিনি।

শ্রম অধিকার নিয়ে প্রতিবেদন লিখে সাংবাদিক ইয়াসির আরাফাত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন। ইয়াসির আরাফাত রিপন জাগো নিউজের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হিসেবে কর্মরত।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলার এই কৃতি সাংবাদিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

‘মহান মে দিবস ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৫’ উদযাপন উপলক্ষে এই পুরস্কার দেওয়ার উদ্যোগ নেয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

দেশে পোশাক কারখানার পরিবেশ নিয়ে প্রতিবেদন করে পুরস্কার পেয়েছেন ইয়াসির আরাফাত রিপন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম শাখাওয়াত হোসেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান।

মেহেরপুর জেলার সন্তান ও জাগো নিউজের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ইয়াসির আরাফাত রিপন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অর্থনৈতিক বিটে কাজ করছেন। সাংগঠনিকভাবে তিনি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ), ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) এবং বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) স্থায়ী সদস্য।

শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত ছবি তুলে সেরা চিত্রগ্রাহকের পুরস্কার পেয়েছেন জাগো নিউজের নিজস্ব ফটো সাংবাদিক মাহবুব আলম। ওয়াসার ড্রেন পরিষ্কার করার শ্রমিকদের ছবি তুলে পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বক্তব্যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা

আমাদের তরুণরা যে প্রজ্ঞা, সাহস ও প্রত্যয় দেখিয়েছে তা আমাদের অভিভূত করেছে বলে মন্তব্য করেন অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, আমাদের ছাত্র ও যুব সমাজের আন্দোলন প্রথমদিকে মূলত ছিল বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। পর্যায়ক্রমে তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এরপর সারা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে দেখেছে কীভাবে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ একনায়কতন্ত্র, নিপীড়ন, বৈষম্য, অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজপথ এবং সামাজিক-যোগাযোগ মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

ছাত্রজনতা তাদের অদম্য সংকল্প ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে একটি স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি এনে দিয়েছে উল্লেখ করে ড. ইউনূস বলেন, তাদের এই সম্মিলিত সংকল্পের মধ্যেই আমাদের দেশের ভবিষ্যত নিহিত, যা এ দেশটিকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের মাঝে একটি দায়িত্বশীল জাতির মর্যাদায় উন্নীত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এই গণআন্দোলন রাজনৈতিক অধিকার ও উন্নয়নের সুবিধা বঞ্চিত বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করেছে বলে মন্তব্য করেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশীদারিত্ব চেয়েছিল। আমাদের জনগণ একটি ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছে, যার জন্য আমাদের নতুন প্রজন্ম জীবন উৎসর্গ করেছিল।

সূত্র: ইত্তেফাক

সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধান উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস আজ বুধবার (১১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

বুধবার দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সংবাদমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ বিটিভি, বিটিভি ওয়ার্ল্ড ও বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে একযোগে সম্প্রচার করা হবে।

উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের টানা আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশত্যাগ করেন শেখ হাসিনা। এরপর ৬ আগস্ট বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে তিন বাহিনীর প্রধান ও ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের বৈঠকে ড. মুহাম্মদ

ইউনূসকে প্রধান করে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এরপর গত ৯ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন ড. ইউনূস।

শপথ নেওয়ার পর জাতির উদ্দেশে ভাষণে ড. ইউনূস বলেন, ‘প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও তার সদস্যরা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে দ্বিতীয় স্বাধীনতাকে উপভোগ করবেন। দেশকে গৌরবের শীর্ষে নিয়ে যাবেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী সরকার দূর হয়ে গেছে। কাল সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের, সুবিচারের, মানবাধিকারের, নির্ভয়ে মতপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দল-মত নির্বিশেষ সবাই উপভোগ করবে- এটাই আমাদের লক্ষ্য।’

সূত্র: কালবেলা